

■■ তাওহীদের কালেমা: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ [এর ফ্যীলত, অর্থ, শর্ত ও পরিপন্থী বিষয়]

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তাওহীদের কালেমা: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ফ্যীলত রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

তাওহীদের কালেমা: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ফ্যীলত

সন্দেহ নেই তাওহীদের কালেমার রয়েছে মহান ফযীলত, অনেক মর্যাদা ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা কারো পক্ষেই অনুসন্ধান করে শেষ করা সম্ভব নয়। কারণ, এ কালেমা সর্বোত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে মহান। এ কালেমার জন্যই মখলুক সৃষ্টি, রাসূলদের প্রেরণ ও কিতাব নাযিল করা। এ কালেমার জন্য মানুষ কাফির ও মুমিন দু'ভাগে বিভক্ত, কেউ সৌভাগ্যবান জারাতি, কেউ হতভাগা জাহারামি। এটাই মজবুত রশি ও তাকওয়ার কালেমা, দীনের মহান রুকন ও ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ কালেমার দ্বারা জারাত লাভ হয় ও জাহারাম থেকে মুক্তি মিলে। এ কালেমা জারাতের চাবি, দীনের মূল শিক্ষা, মৌলিক স্তম্ভ ও প্রধান শিরোনাম। এ কালেমার ফযীলত ও মর্যাদা যেভাবে মূল্যায়ন করা হোক, জ্ঞানীরা তা থেকে যত জ্ঞান আহরণ করুক, কারো পক্ষেই তা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَٱلكَمَلَّئِكَةُ وَأُولُواْ ٱلكَعِلامِ قَآئِما بِٱلكَقِساطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلكَعَزِيزُ ٱلكَحَكِيمُ اللَّهُ أَنَّهُ ۚ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلكَعَزِيزُ ٱلكَحَكِيمُ ١٨ ﴾ [ال عمران: ١٨]

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, আর মালায়েকা ও জ্ঞানীগণও (সাক্ষ্য দেন) ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৮]

তাওহীদের কালেমা, তথা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'কে আল্লাহ তা'আলা সকল নবীর দাওয়াতের নির্যাস ও তাদের রিসালাতের সারাংশ বলেছেন, যা তার বিশেষ ফ্যীলত সন্দেহ নেই। যেমন, তিনি বলেন,

[۲٥ إَلَانبياء: ٢٥] ﴿ وَمَا أَراَسَاءَنَا مِن قَبِالِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيابِهِ أَنَّهُ الْآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا اَ فَأَعابَدُونِ ٢٥ ﴾ [الانبياء: ٢٥] "আর তোমার পূর্বে আমরা যে রাসূলই পাঠিয়েছি, তার প্রতি আমরা এ ওহী নাযিল করি যে, 'আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই'। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর"। [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ২৫] অপর আয়াতে তিনি বলেন,

﴿ وَلَقَدا اللَّهُ وَالْجَاتِنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعالَهُ وَالْجَاتِنِبُواْ ٱلطُّغُوتَ ٢٦ ﴾ [النحل: ٣٦]

"আর আমরা অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে"। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৩৬]

সূরা আন-নাহালের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يُنَزِّلُ ٱلهَمَلِّئِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِن ۚ أَمارِهِ ٤ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِن ۚ عِبَادِهِ ۚ أَن الْ أَنذِرُواْ أَنَّهُ ۚ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَٱتَّقُونِ ٢ ﴾

[النحل: ٢]

"তিনি মালায়েকাদের আপন নির্দেশে রহ দিয়ে নাযিল করেন তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার প্রতি, যেন তোমরা সতর্ক কর যে, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নই। অতএব, তোমরা আমাকে ভয় কর"। [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ২]

অত্র সূরার শুরুতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের ওপর একাধিক নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে ঠাঁ। র্ম ত্রিটি র্মিটা (অর্থাৎ আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) সংবলিত আয়াত সর্বপ্রথম। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাওহীদের কালেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সবচেয়ে বড় নি'আমত। এ নি'আমতই স্বীয় বান্দাদের ওপর পূর্ণরূপে দান করেছেন আল্লাহ, যেমন তিনি বলেছেন:

﴿ وَأُساكِ مَعْ عَلَياكُم الْعَمَهُ الْعَمَهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

"আর তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নি'আমত পূর্ণরূপে দিয়েছেন"। [সূরা লুকমান, আয়াত: ২০] মুজাহিদ রহ. বলেন, এখানে নি'আমত দ্বারা উদ্দেশ্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[1]

সুফিয়ান ইবন 'উইয়াইনাহ রহ. বলেন, আল্লাহ তার কোনো বান্দাকে এমন নি'আমত দেন নি, যা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ-জ্ঞান থেকে বড়"![2]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: আল্লাহ তা'আলা এ কালেমাকে কুরআনুল কারীমে তায়্যিবাহ বা পবিত্র বলে গুণাম্বিত করেছেন। যেমন, তিনি বলেন,

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيافَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصالَلُهَا ثَابِت وَفَرا عُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٢٤ تُؤاتِيٓ أَلُمُ المَّالُهَا كُلَّ حِين اللهِ بإذانِ رَبِّهَا وَيَضارِبُ ٱللَّهُ ٱلصَّالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُما يَتَذَكَّرُونَ ٢٥ ﴾ [ابراهيم: ٢٤، ٢٥]

"তুমি কি দেখ না, আল্লাহ কীভাবে উপমা পেশ করেছেন? কালেমা তাইয়্যেবাহ, যা একটি ভালো বৃক্ষের ন্যায়, যার মূল সুস্থির আর শাখা-প্রশাখা আকাশে। সেটি তার রবের অনুমতিতে সব সময় ফল দান করে, আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা দৃষ্টান্ত প্রদান করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২৪-২৫] লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: আল্লাহ তা'আলা এ কালেমাকে কুরআনুল কারীমে সুদৃঢ় বাণী বলেছেন। যেমন, তিনি বলেন.

﴿ يُتَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلكَقَوالِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱللَّحَيَوٰةِ ٱلدُّنايَا وَفِي ٱلكَّاخِرَةِ المُّنايُّ ٱللَّهُ ٱلظُّلِمِينَ اَللَّهُ مَا يَشَآءُ ٢٧﴾ [ابراهيم: ٢٧]

"আল্লাহ অবিচল রাখেন ইমানদারদেরকে সুদৃঢ় বাণী দ্বারা দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে। আর আল্লাহ যালিমদের পথভ্রস্ট করেন এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন"। [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ২৭]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: এ কালেমা সেই আদি ও পুরনো ওয়াদা, যার উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমের নিম্নের আয়াতে:

﴿ لَّا يَمِالِكُونَ ٱلشَّفْعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحا مَٰن عَها ذًا ٨٧ ﴾ [مريم: ٨٧]

"যারা পরম করুণাময়ের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে তারা ছাড়া অন্য কেউ সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখবে না"।



[সুরা মারইয়াম, আয়াত: ৮৭]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এখানে 'আহদ' বা প্রতিশ্রুতি অর্থ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী প্রদান করা, আর সকল শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর ভরসা ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা, এটাই সকল তাকওয়ার মূল"।[3]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: এ কালেমা মজবুত রশি, যে আঁকড়ে ধরবে নাজাত পাবে, আর যে আঁকড়ে ধরবে না ধ্বংস হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[۲٥٦ ﴿ البقرة: ٢٥٦ ﴾ [البقرة: ٢٥٦ ﴾ وألتَّهُ فَقَدِ الساتَماسَكَ بِاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ كَا اللَّهِ وَهُوَ مُحاسِن اللَّهِ وَهُوَ مُحاسِن اللَّهِ وَهُوَ مُحاسِن اللَّهِ وَهُوَ مُحاسِن اللَّهِ وَهُو مُحاسِن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: এ কালেমা চিরন্তন বাক্য, যা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পরবর্তী প্রজন্মের ভেতর রেখে গেছেন, যেন তারা শির্ক থেকে ফিরে আসে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন.

﴿ وَإِذا ۚ قَالَ إِبالَهِ مِهُ لِأَبِيهِ وَقُوا مِهِ اَ إِنَّنِي بَرَآءا مِّمَّا تَعالَبُدُونَ ٢٦ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ اَ سَيَها دِينِ ٢٧ وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ اَ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اللَّهُمِ اللَّهِ عَلَيَهُ مِن ٢٨ ﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٨]

"আর স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয় আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত, তবে (তিনি ছাড়া) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর নিশ্চয় তিনি আমাকে শীঘ্রই হিদায়াত দিবেন। আর এটিকে সে তার উত্তরসূরিদের মধ্যে এক চিরন্তন বাণী বানিয়ে রেখে গেল, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করতে পারে"। [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ২৬-২৮]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: এটা তাকওয়ার কালেমা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের ওপর এ কালেমাই আল্লাহ অবধারিত করেছেন, তারাই এর অধিক হকদার ও উপযুক্ত ছিল, আল্লাহ বলেন,

﴿إِنا جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلاَحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلاَجِهلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ اَ عَلَىٰ رَسُولِهِ اَ وَعَلَى ﴿إِنا مَعْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الل

"যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-অহমিকা পোষণ করেছিল, জাহেলী যুগের অহমিকা। তখন আল্লাহ তার রাসূল ও মুমিনদের ওপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকওয়ার বাণী তাদের জন্য অপরিহার্য করলেন, আর তারাই ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও এর অধিকারী। আর আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ"। [সুরা আল-



ফাতহ, আয়াত: ২৬]

আবু ইসহাক সুবাই স্বর্ণনা করেন, আমর ইবন মায়মুন বলেছেন: "মানুষ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ থেকে উত্তম কোনো বাক্য উচ্চারণ করে নি। সা দ ইবন ইয়াদ বলেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, জান এ কালেমা কী? আল্লাহর কসম, এটিই তাকওয়ার কালেমা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের ওপর আল্লাহ যা আবশ্যক করে দিয়েছেন, বস্তুত তারাই এর বেশি হকদার ও উপযুক্ত ছিল"।[4]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফ্যীলত: এ কালেমা চির সত্য ও চূড়ান্ত বাস্তব কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يُوااَمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلاَمَلِّئِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن اللَّهِ ٱلرَّحامَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ٣٨﴾ [النبا: ٣٨) "সেদিন রহ ও মালায়েকাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, যাকে পরম করুণাময় অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কোনো কথা বলবে না, আর সে ঠিক কথাই বলবে"। [সুরা আন-নাবা, আয়াত: ৩৮]

আলি ইবন আবু তালহা সাহাবী ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে আল্লাহ তা'আলার বাণী: إِلَّا مَنْ اللَّهُ الْأَحْلَمُنُ وَقَالَ صَوَابًا প্রসঙ্গে বলেন, "তবে আল্লাহ যাকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষী দিতে বলবেন, একমাত্র সে-ই কথা বলবে। এটাই চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সত্য-কথা"।[5]

ইকরিমা রহ. বলেন, "চূড়ান্ত সত্য হচ্ছে: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ"।[6]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফ্যীলত: এ কালেমা সত্যের দাওয়াত, নিম্নের বাণীতে আল্লাহ তা'আলা সত্যের দাওয়াত বলে এটিই উদ্দেশ্য করেছেন:

﴿لَهُ اللَّهِ دَعِكُوهُ ٱلسَّحَقِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدا عُونَ مِن دُونِهِ اللَّهِ يَسسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَي ا ۚ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّسَهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ لِيَباللَّهُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبُلِغِهِ اللَّهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلسَّكِّفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلِّل ١٤﴾ [الرعد: ١٤]

"সত্যের আহ্বান তাঁরই, আর যারা তাকে ছাড়া অন্যদেরকে ডাকে, তারা তাদের ডাকে সামান্যও সাড়া দিতে পারে না, বরং (তাদের দৃষ্টান্ত) ঐ ব্যক্তির মত, যে পানির দিকে তার দু'হাত বাড়িয়ে দেয় যেন তার মুখে তা পৌঁছে অথচ তার কাছে তা পৌঁছোবার নয়, আর কাফেরদের ডাক তো শুধু ভ্রষ্টতায় পর্যবসিত হয়"। [সূরা আর-রা'দ, আয়াত: ১৪]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: এ কালেমা সত্যিকার বন্ধন, এর ভিত্তিতে ইসলামের অনুসারীরা এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হয়। এ কালেমা তাদের নিকট বন্ধুত্ব ও শক্রতা এবং মহব্বত ও বিদ্বেষের মানদণ্ড। এ কালেমার কারণে মুসলিম উন্মাহ এক শরীর ও শীশা-গালা প্রাচীরের ন্যায়, যার এক অংশ অপর অংশ দ্বারা শক্তিশালী হয়। শাইখ মুহাম্মাদ আমিন শানকিতী রহ. (আদওয়াউল বায়ান) গ্রন্থে বলেন, "মোদ্দাকথা: মুসলিম উন্মাহর প্রকৃত বন্ধন, যা বিভিন্ন প্রকার মানুষকে এক করে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে, সেটি হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর বন্ধন। তুমি কি লক্ষ্য কর নি, এ কালেমা মুসলিম উন্মাহকে এক শরীর ও এক দেয়ালের ন্যায় করে দিয়েছে, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে। এ কালেমা আসমানের ধারক ও তার আশপাশে অবস্থানকারী মালায়েকাদের অন্তর্বসমূহকে জমিনে বসবাসকারী আদম সন্তানের ওপর হিতাকাক্ষী করে দিয়েছে, অথচ আসমান ও জমিনের দূরত্ব অনেক, এসব তুমি ভেবে দেখ নি?!

আল্লাহ তা'আলা বলেন,



﴿ ٱلّذِينَ يَحامِلُونَ ٱللَّعَراا شَ وَمَن الصَّوَالُهُ السَّبِّحُونَ بِحَماد رَبِّهِم الْوَلُو وَيُوا مِنُونَ بِهِ وَيَساآ الْآفِرُونَ لِلَّذِينَ عَامُنُوا اللهِ وَيُوا مِنُونَ بِهِ اللهِ وَيَعِم اللهِ عَذَابَ ٱللهَجَدِيمِ عَمَانُوا اللهِ وَاللهُ اللهِ عَذَابَ ٱللهَجَدِيمِ عَذَابَ ٱللهَجَدِيمِ لَا رَبَّنَا وَأَدا خَلالهُم اللهِ مَنْ اللهِ عَذَابَ ٱللهَجَدِيمِ لَا رَبَّنَا وَأَدا خُلالهُم اللهِ مَنْ اللهِ عَدانٍ ٱللَّتِي وَعَدَّهُم اللهَ وَمَن صَلَحَ مِن اللهِ عَابَاتُهُم اللهِ وَذُرِيعُ اللهُ هُو ٱللهَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَقَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلِيمُ اللهُ الله

"যারা আরশকে ধারণ করে এবং যারা তার চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের রবের প্রশংসাসহ তাসবীহ পাঠ করে এবং তার প্রতি ঈমান রাখে, আর মুমিনদের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি রহমত ও জ্ঞান দ্বারা সব কিছুকে পরিব্যাপ্ত করে রয়েছেন। অতএব, যারা তাওবা করে এবং আপনার পথ অনুসরণ করে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আর জাহান্নামের আযাব থেকে আপনি তাদেরকে রক্ষা করুন"। [সূরা গাফির, আয়াত: ৭-৯]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন, আরশ বহনকারী ও তার পাশে যারা রয়েছে তাদের মাঝে ও জমিনে থাকা আদম সন্তানের মাঝে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে আল্লাহর প্রতি ঈমান, যে কারণে তারা জমিনবাসীর জন্য মহান ও কল্যাণময় এরূপ দো'আ করেছে"।

অতঃপর শানকিতী বলেন, "মোদ্দাকথা: এতে কোনো মুসলিমের দ্বিমত নেই যে, জমিনবাসীর পরস্পর সেতুবন্ধন এবং আসমান ও জমিনে অবস্থানকারীদের সেতুবন্ধন এক ও অভিন্ন কালেমা: 'লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ। অতএব এ কালেমা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো বস্তুকে (যেমন বংশ, ভাষা, স্থান, দেশ ও মতবাদ তথা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিকে) সেতুবন্ধন বানিয়ে তার দিকে আহ্বান করা কিংবা তার আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়"।[7]

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অপর ফযীলত: এ কালেমা সবচেয়ে বড় নেকী বা হাসানাহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

[۸٤ [القصيص: ۸٤] ﴿٨٤ كَيْالِي مِّنَالِهَا الْعَمْنِ جَاءَ بِٱلْآحَسَنَةِ فَلَهُ الْعَيْدِي مِّنَالِهَا الْعَمْنِ جَاءَ بِٱلْآحَسَنَةِ فَلَهُ الْعَرْدِي مِّنَالِهَا ﴾

"কেউ হাসানাহ নিয়ে আসলে তার জন্য থাকবে তা থেকে উত্তম প্রতিদান"। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৮৪] ইবন মাসউদ, ইবন আব্বাস ও আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহুম থেকে বর্ণিত, আয়াতে হাসানাহ অর্থ: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।[8]

ফুটনোট

- [1] তাফসীরে ইবন কাসির: (১১/৭৮)
- [2] 'কালিমাতুল ইখলাস' গ্রন্থে ইবন রজব উল্লেখ করেছেন: (পূ. ৫৩)
- [3] তাবরানী, আদ-দো'আ: (৩/১৫১৮)
- [4] তাবরানী, ফিদ দো'আ: (৩/১৫৩৩)
- [5] তাবরানী, ফিদ দো'আ: (৩/১৫২০)
- [6] তাবরানী, ফিদ দো'আ: (৩/১৫২০)
- [7] আদওয়াউল বায়ান: (৩/৪৪৭) ও (৩/৪৪৮)
- [৪] আদ-দো'আ লিত তাবরানী: (৩/১৪৯৭,১৪৯৮)
- [9] ইবন আবিদ দুনিয়া রচিত: 'ফাদলুত তাহলীল ওয়া সাওয়াবুহুল জালীল': (পৃ. ৭৪)
- [10] আল-মুসনাদ: (৫/১৬৯); আদ-দো'আ লিত-তাবরানী: (১৪৯৮)

• Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9480

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন